Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৬, সোমবার, ৩ পৌষ, ১৪২৩

বামপন্থীরাই সাম্প্রদায়িকতার বিপদ রুখতে পারে : দেবাশীষ চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ ডিসেম্বর : আর কোনো দল নয়, একমাত্র বামপন্থীরাই পারে সম্প্রদায়িকতার বিপদ রুখতে। কারণ শ্রেণিসংগ্রামের মতো হাতিয়ার দিয়ে সব গরিব ও শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করতে পারে বামপন্থীরাই। ১৮ ডিসেম্বর কালনার এক কর্মীসভায় বলেন গণশক্তির বার্তা সম্পাদক দেবাশীষ চক্রবর্তী। সিপিআই(এম)-এর কালনা জোনাল কমিটি আহূত এই কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা প্রশান্ত ধর। শ্রী চক্রবর্তী বলেন, ধর্মীয় মৌলবাদের কোনো শক্তি যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে, তাহলে ফ্যাসিজিমের জন্ম নেয়। তার প্রমাণ আমাদের দেশের মানুষ হাতে হাতে পেয়ে গেছেন। গত ৮ নভেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য পেশ করাকালীন বলেন, আমি আজ এমন একটি ঘোষণা করব, তা আমার ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাই জানেন না। তার পরই নোট বাতিলের ঘোষণা করেন তিনি। এই শক্তি যদি দেশের ক্ষমতায় থাকে, তাহলে আজ নোট বাতিল হয়েছে, আগামীতে দেখবেন হঠাৎ ভোট বাতিল হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে কোনো গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। বিরোধীদের কোনো কর্মসূচি করার অধিকার নেই। তাই এরাজ্যে ধর্মীয় শক্তির উত্থান দেখা যাচ্ছে। ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রতিহত করতে হবে বামপন্থীদেরই।

অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিলগ্নীকরণ রুখতে লড়াই তীব্রতর হচ্ছে

দুর্গাপুর, ১৭ ডিসেম্বর : অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিলগ্নীকরণ রুখতে এবং দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট ও অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণের দাবীতে যৌথ আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিল শ্রমিক সংগঠনগুলি। আজ দুর্গাপুরে সি.আই.ইউএর বর্ধমান জেলা দফ্তরে সি.আই.টি.ইউ., আই.এন.টি.ইউ.সি, এ.আই.টি.ইউ.সি, টি.ইউ.সি.সি. ও ইউ.টি.ইউ.সির যৌথ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ২২ ডিসেম্বর বিকালে এই দাবীতে ৬/২ গুরুনানক রোড (আই.এন.টি.ইউ.সি-র ডি.এস.পি শাখার দফ্তর) এক যৌথ কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সি.আই.টি.ইউ এর বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি বিনয়েন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রথীন রায়, সন্তেষ দেবরায়, সুবীর সেনগুপ্ত সহ এইচ.এস.ই.ইউ এর ডি.এস.পি ও এ.এস.পি শাখার নেতৃবৃন্দ (সি.আই.টি.ইউ) বিকাশ ঘটক, বিশ্বজিত বিশ্বাস সহ অন্যান্য (আই.এন.টি.ইউ.সি), শম্ভু প্রামানিক, বরুন ব্যানার্জী (এ.আই.টি.ইউ.সি), অনীত মল্লিক (টি.ইউ.সি.সি.) লোকনাথ দাস (ইউ.টি.ইউ.সি)।

ইতিমধ্যে গত ১৪ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রীর কাছে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের প্রস্তাবিত বিলগ্নীকরন বাতিল, সেইলের বিশেষজ্ঞ সংস্থা, 'সেট' এর প্রস্তাব অনুসারে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণের জন্য ১১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ ও দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট কে ১০ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দের দাবী জানিয়ে এক যৌথ প্রতিনিধি দল দেখা করে এক স্মারকলিপি দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিধায়ক সন্তেষ দেবরায়, পি.কে.দাস (সম্পাদক, এস.ডবলু.এফ.ই) সুনীল খান (প্রাক্তন সাংসদ), বিশ্বরূপ ব্যান্যার্জী ও বিজয় সাহা (এইচ.এস.ই.ইউ., সি.আই.টি.ইউ), বিকাশ ঘটক, বিশ্বজিত বিশ্বাস (আই.এন.টি.ইউ.সি)। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সি.আই.টি.ইউ সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ তপন সেন ও কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য। খুব শীঘ্রই সেইলের চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ ও সেইলের শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী, অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বিষয়ে আলোচনায় বসতে ইচ্ছুক বলে প্রতিনিধি দল কে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে এ.এস.পি., ডি.এস.পি বাঁচাও, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাঁচাও, দুর্গাপুরকে রক্ষা করো দাবিতে মিছিল প্রচার শুরু হয়েছে।

টেন্ডারে অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৩ ডিসেম্বর : মেমারি থানার অন্তর্গত বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতে গাছ বিক্রির জন্য টেন্ডারে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগে বাগিলা পঞ্চায়েতের ৩০-৪০ জন তৃণমূল কর্মী মেমারি বিডিও-কে ডেপুটেশন দিল। বিডিও উপস্থিত না থাকায় জয়েন্ট বিডিও-র হাতে তারা দাবিপত্র তুলে দেয়। ঘটনায় প্রকাশ গত ১৩ জুলাই, ২০১৬ বাগিলা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১৪৫২ গুলি সোনাঝুরি, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছ বিক্রির জন্য পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ মেমারি ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কাছে আবেদন করে। পঞ্চায়েত পুরনো গাছ কেটে সেই জায়গায় নতুন গাছ লাগানোর প্রতিশ্রুতি দিলে পঞ্চায়েত সমিতি ওই আবেদন মঞ্জুর করে। বন দপ্তরের অনুমতি নেওয়ার পরে টেন্ডার ডাকে এবং মেমারি পৌর এলাকার ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজয় সাউকে ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকার মূল্যে পঞ্চায়েত টেন্ডার দেয়।

অভিযোগ অত্যন্ত গোপনীয়তায় ওই টেন্ডার ডাকা হয় এবং অস্বচ্ছতার মধ্যে এই কাজ হয়েছে। আরো

—এরপর চারের পাতায়

দু বছর পরও বোরো মরশুমে জল অপ্রতুল, বোরো চাষ কমার আশঙ্কা জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ ডিসেম্বর : বোরো চাষে পরপর দু বছর বন্ধ থাকার পর এবার জেলাতে বোরো চাষ হবে। ডিভিসি এবার ৭৯ হাজার একর জমিতে জল দেবে। গত দু বছর আগে ডিভিসি জল দিয়েছিল ১ লাখ একর জমিতে। জলাধারে এবার ভালো জল থাকা সত্ত্বেও চাষের জন্য জলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় জেলাতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

গত ৫ ডিসেম্বর সার্কিট হাউসে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কোন খালে কত জল দেওয়া হবে তা ঠিক হয়। এই ঘোষণা শুনে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে ১ বি.সি. ক্যানেল এলাকা অর্থাৎ গলসী, সাটিনন্দী, দেপাড়া, বাঘাড় প্রভৃতি এলাকার চাষিদের। এবার ১ বি.সি. পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। এই এলাকায় ৮টি অঞ্চলের প্রায় ৩ হাজার একর জমিতে বোরো চাষ এবং রবি চাষ হয়। এ নিয়ে সরব হয়েছেন এলাকার চাষিরা। ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডুকে ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। বাম আমলে তৈরি হওয়া রোটেশন পদ্ধতিতে এবার জল পাওয়ার কথা ১ বি.সি. খালগুলি। সেই আশায় এবার অনেকে বীজতলা তৈরির কাজ সেরেছে। শেষবার অর্থাৎ ২০১৩ সালে জল পায় এল.বি.এম.সি-র খালগুলি এবারও জল পাচ্ছে এল বি এম সি-র খালগুলি। ২০১৪ এবং ২০১৫ পরপর দু বছরে পর্যাপ্ত জল না থাকায় ডিভিসি জল দেয়নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে রোটেশন পদ্ধতি মানলে একই দিকে দুবার জল পাচ্ছে। অন্যদিকের খালগুলি পরপর তিন বছর বঞ্চিত হচ্ছে। এ নিয়ে সরব হয়েছে গলসী, ভাতাড় এবং সদরের চাষিরা।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু জানান অপর্যাপ্ত জল পাওয়ায় সব খালে জল দেওয়া যাচ্ছে না। রোটেশান পদ্ধতি মেনে একদিকে বন্ধ রেখে অন্যদিকে জল দেওয়া হচ্ছে। ২৭ জানুয়ারি থেকে যে যে খালগুলিতে জল দেওয়া হবে—

১) এল.বি.এম.সি.—সিরিজ (দুর্গাপুর থেকে পুরশা

(ক) ওয়াটার কোর্স-২২৮ পুরো খাল, (খ) ওয়াটার কোর্স-২২৫ পুরো খাল, (গ) এম.সি.-১-৮০ চেন পর্যন্ত, (ঘ) এম.সি.-২ ৫০ চেন পর্যন্ত (ঙ) এম.সি.-৩-০ থেকে ১৪৫ চেন এবং ৩৪০ চেন থেকে ৫০০ চেন পর্যন্ত, (চ) ডিস্ট্রিবিউটরী-এ-১০০ চেন পর্যন্ত, (ছ) এল-২-১২০ চেন পর্যন্ত, (জ) এল-৩-১০০ চেন পর্যন্ত (ঝ) এল-৩/এ-১০০ চেন পর্যত, (ঝ) এল-৪-১০০ চেন পর্যন্ত, (ট) ডিস্ট্রিবিউটরী-বি এল-২-১০০ চেন পর্যন্ত, (ঠ) এল-৩ এ/১-৫১ চেন পর্যন্ত জল যাবে। বিঃদ্রঃ— এল.বি.এম.সি.-র ডান পাড়ে ৯২৭, ৯৩৮, ৯৫০ আউটলেট বন্ধ থাকবে।

২) পুরাতন ডি.এম.সি.

(ক) ১ এম.সি.-১৬৭ চেন পর্যন্ত, (খ) ১ এ.এম.সি-১০০ চেন পর্যন্ত, (গ) ২ এ.এমসি.-২১৭ চেন পর্যন্ত, (ঘ) ২ এ.এমসি-৯০ চেন পর্যন্ত (ঙ) ২ বি.এম.সি.-১২৪ চেন পর্যন্ত জল যাবে।

৩) পি.বি.সি. (পানাগড় ব্রাঞ্চ ক্যানেল)-০ চেন হইতে-৭৫৩ চেন (সোয়াতা গেট) পর্যন্ত

(ক) ফিডার পি.বি.সি ৬৫ চেন পর্যন্ত (খ) ডিরেক্ট আউটলেট ২৫ চেন পর্যন্ত (গ) এল.এ. ৮০ চেন পর্যন্ত (ঘ)

—এরপর চারের পাতায়

রাজ্যে অরাজকতার আর এক নজির

জেলায় সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের দ্বন্দ্ব বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৬ ডিসেম্বর : এবার পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো জেলার ডব্লু বি সি এস অফিসারদের সংগঠন। দীর্ঘদিন বিরোধীদের তোলা অভিযোগের সিলমোহর বসালেন ডব্লু.বি.সি.এস অফিসাররা। সাথে সাথে আইনশৃঙ্খলার কঙ্কালসার চেহারা ফুটে উঠল জেলা প্রশাসনের। ১৫ ডিসেম্বর সংগঠনের প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে সুনির্দিষ্ট কয়েকদফা পুলিশের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ জমা দেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ জেলার বালি খাদানকে ঘিরে। এখানেই সাধারণ মানুষের একাংশ প্রশ্ন তুলেছে সবটাই টাকা ভাগাভাগি নিয়ে সংঘাত। এবার প্রকাশ্যে এল এই সংঘাত। সরাসরি পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ গেল নবান্নে।

অভিযোগে জানা যায় চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দফায় দফায় একাধিক ঘটনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার অফিসারদের হয়রানি এবং তাদের সরকারি কাজে সহযোগিতা না করার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। গত অক্টোবর মাসে খণ্ডঘোষ থানার অবৈধ বালিখাদানে হানা দেয় অতিরিক্ত জেলাশাসক নিখিল নির্মল। থানার ও.সি. স্নেহময় চক্রবর্তী তাঁকে হেনস্থা করে। অবৈধ বালি খাদান মালিকদের সঙ্গে থানা এবং শাসক দলের মদতে কোটি কোটি টাকার কারবার। যখনই জেলা প্রশাসন হানা দিচ্ছে তখনই ক্ষেপে উঠছে থানার ও.সি এবং শাসক দলের নেতা। কতবার শাসকদলের বালিখাদান নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। এমনকি দুজন তৃণমূলী খুনও হয় তৃণমূলীদের হাতে খণ্ডঘোষে।

৬ ডিসেম্বর পুলিশের অসহযোগিতার বিরোধ আরও প্রকাশ্যে আসে কাটোয়ার বালি খাদান নিয়ে। এখানেও অভিযোগ কেতুগ্রাম থানার ও.সি. আবু সেলিমের বিরুদ্ধে। ওখানে অবৈধ বালি খাদানের মালিক বানেশ্বর মাঝিকে প্ররোচনা দিয়ে কাটোয়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লব সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করানো হয়। এইরকম পরপর ঘটনা তুলে ধরে ডব্লু.বি.সি.এস অফিসার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুদীপ পাল জানান, জেলাশাসক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানান। তিনি আরও জানান এই পদক্ষেপে কাজ না হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন। সংগঠনের একাংশ মনে করেন রাজনৈতিক মদতে থানার ও.সি.রা পার পেয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য এর আগেও কেতুগ্রাম থানার ও.সি. আবু সেলিমের বিরুদ্ধে খুন সহ একাধিক অভিযোগ থাকলেও আবার বহাল তবিয়তে রয়েছেন শাসকদলের মদতে।

অ্যাসিড হামলায় আহত স্কুল ছাত্রীকে দেখে গেলেন সেভ ডেমোক্রেসির প্রতিনিধিদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ ডিসেম্বর : রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই বেড়েছে মহিলাদের উপর আক্রমণ। সারা ভারতে শীর্ষস্থান দখল করেছে এই সময়কালেই। এর মধ্যে সবথেকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে অভিভাবকদের উপরও অ্যাসিড হামলার। এই হামলার সব বেশি শিকার গরিব পরিবারের ছাত্রী। ২০১৬-র ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে দেড়শোটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র একজনের। এক বছরে নভেম্বর পর্যন্ত এ-রাজ্যে অ্যাসিড হামলা হয়েছে ৩০টি। গত দু মাসের মধ্যে হামলার ঘটনা ৫টি। এর মধ্যে অতি সম্প্রতি ঘটেছে বর্ধমানের কালনাতে। অথচ অ্যাসিড কে বিক্রি করেছে তার তথ্য থাকতে হবে প্রশাসনের কাছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় বলছে অ্যাসিড ক্রেতার সচিত্র পরিচয়পত্র এবং কী কাজে ব্যবহার তা সমস্ত তথ্য বিক্রেতার কাছে থাকবে। সাথে সাথে স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে হবে। তা যে মানা হচ্ছে না পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনা তারই প্রমাণ।

১ ডিসেম্বর পূর্বস্থলীর দামপালের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বাড়িতেই অ্যাসিড হামলার শিকার হয়। সঙ্গে তার মা-ও আক্রান্ত হন। অভিযুক্ত গৌরব মণ্ডল (২২) একই গ্রামের যুবক। পেশায় রাজমিস্ত্রি। পেশার সূত্রে বাইরে থাকে গৌরব। যখনই বাড়ি আসে ছাত্রীটিকে বিরক্ত করে। বারে বারে মেয়েটি তাকে এড়িয়েছে। বাবা জানায় গত তিন মাস আগে ও কাপড়ের গোলা করে কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে বাড়িতে ছুঁড়ে দেয়। শত চেষ্টাতেও ও বশ করতে না পেরে গৌরব একাজ করেছে। ১১ ডিসেম্বর রাতে ভেজানো জানালা ঠেলে অ্যাসিড ছোঁড়ে গৌরব। মায়ের কাছে শুয়ে ছিল মেয়েটি। গোটা মুখ ঝলসে যায়। মা-ও আক্রান্ত হয়। দু জনকেই কালনা হাসপাতালে ভর্তি করে গ্রামের মানুষ। পরে ছাত্রীটিকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

১৩ ডিসেম্বর সেভ ডেমোক্রেসির এক প্রতিনিধিদল হাসপাতালে আক্রান্ত ছাত্রীকে দেখতে আসে। দাবি করেন ৪৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ ওই পরিবারকে দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় না মানা হলে তারা সবরকম আইনি সহায়তা দেবে। রাজ্য সরকারের ভূমিকা যথাযথ না হওয়ার কারণেই বারবার ঘটনা ঘটছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তী, দীপালি ভট্টাচার্য, তড়িৎ ভৌমিক, মিতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

১৫ ডিসেম্বর হাসপাতালে আসে রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদল। কমিশনের চেয়ারম্যান সুনন্দা মুখার্জী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন হাসপাতালের অব্যবস্থা দেখে। বার্ন ইউনিটের নোংরা পরিবেশে যে সংক্রমণ বাড়বে তা নিয়ে সুপারকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। অভিযুক্ত গৌরব মণ্ডল এবং বিক্রেতার দ্রুত শাস্তির জন্য রাজ্য সরকারকে বলবে। অভিযুক্ত গৌরব মণ্ডল ১২ দিনের জেল হেফাজতে রয়েছে।

নতুন চিঠি

১৯ ডিসেম্বর, ২০১৬

নোটবন্দী হয়রানি কমেনি

নোটবন্দীর চল্লিশ দিন পার হলেও বাজারে স্বাভাবিকতা ফিরে আসেনি। ব্যাঙ্কে এখনও স্বাভাবিকভাবে তদের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় অর্থ দিচ্ছে না। সাধারণের ভোগান্তিরও সীমা নেই। সীমাহীন প্রভাব পড়েছে আমাদের দেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে অসংগঠিত শিল্পে। মন্দা দ্রুত গ্রাস করছে আমাদের অর্থ ব্যবস্থাকে। ক্ষুদ্র মাঝারি ও অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীরা অকালে কর্মচ্যুত হচ্ছেন। পরিযায়ী শ্রমিকরা যারা ভিন-ভিন রাজ্যে কৃষি, গয়না শিল্প, জরিশিল্প ও অসংগঠিত শিল্পে কর্মরত ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের অভাবে মজুরী থেকে শুধু যে বঞ্চিত হচ্ছেন তাই নয়, তাদের কর্মচ্যুত হয়ে ফিরতে হচ্ছে নিজ নিজ ভিটেতে। চাপ বাড়ছে এই সব অস্বচ্ছল পরিবারগুলির। বকেয়া পাওনা-গণ্ডাগুলিও ছেড়ে আসতে হচ্ছে এই সব অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের— চাপা-চাপি করলে জুটছে বাতিল নোট। আর একটি অসাধু চক্র ও সক্রিয় হয়েছে। এই সব বাতিল নোট ভাঙ্গানোর ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। মোটা শতাংশে বাটা দিতে হচ্ছে ঐ সব অসহায় মানুষগুলিকে অথচ আমাদের দেশের মিডিয়ার একাংশও সরকরি প্রচার যন্ত্র এখনও নোটবন্দীর সাফল্যও আচ্ছে দিনের স্বপ্নের ফেরি করে চলেছে। এমনকি এই রাজ্যের বহু অসংগঠিত শিল্পেও হাহাকার লেগেছে। বিড়ি শিল্প, চা বাগনের পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের চাষাবাদেও প্রভাব পড়ছে। ক্ষেতমজুররা সঠিকভবে মজুরী পাচ্ছেনা। তাদের কোনো রকম দিন গুজরান হচ্ছে। ছোট-কৃষক, প্রান্তিক কৃষক মাঝারি কৃষক প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানের অভাবে বীজ, কীটনাশক নিতে পাচ্ছে না। সবাই মোটমুটি এই অদভূত অর্থনৈতিক নৈরাজ্য শিকার। এখনও কতদিন লাগবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরতে কেউ বলতে পারছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এক কথা বলছেন, আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা অন্য কথা বলছেন। প্রধানমন্ত্রী এখনও গলা উঁচিয়ে কালাধন ওয়াপসির স্বপ্ন ফেরি করে চলেছেন। ফেরি করে চলেছেন মুদ্রাহীন বিনিময়ের। দেশের মানুষের দুর্দশার আর শেষ নেই, অথচ কালাধন কুবেরদের কারো কিছু হয়েছে এমন একটিও নজির নেই। কিন্তু প্রায় একশোর মতো মানুষ এখন পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের বলি হয়েছেন। মানুষ এই আর্থিক নৈরাজ্য থেকে কবে মুক্তি পাবেন তার কোনো হদিশ মিলছে না।

এ.এস.পি. কন্ট্রাক্টরস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এর ত্রয়োদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল

দুর্গাপুর, ১৮ ডিসেম্বর : আজ, ইস্পাতনগরীর, বি.টি. রনদিভে ভবনে ঠিকা মজদুর সংগঠন এ.এস.পি. কন্ট্রাক্টরস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এর ত্রয়োদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সাধরণ সম্পাদক পি.কে. দাস। এছাড়াও সম্মেলন কে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ) এর পক্ষে মলয় ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, বিজয় সাহা প্রমুখ এবং আই.এন.টি.ইউ.সি-র পক্ষে বিকাশ ঘটক।

৮০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রিপোর্ট পেশ করেন তাপস মাজি। ১০ জন রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলনে ১৯ জনের নতুন কমিটি নির্বাচিত করেছে। ওবি-কনভেনর, সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শচীন ভৌমিক, বিজয় সাহা ও নিখিল দাস। অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের প্রস্তাবিত বিলগ্নীকরণের বাতিল করার জন্য সর্বোচ্চ লড়াই গড়ে তোলা ও সম কাজে সম বেতনের নীতি প্রয়োগের জন্য জোরদার লড়াই গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব জননী দিবস কবে পালিত হয়? কবে আন্তর্জাতিক জননী দিবস সমিতি গঠিত হয়েছিল?
২. ভারতে চাষের কাজে ব্যবহারের জন্য বিমান ‘বসন্ত’ কবে তৈরি হয়েছিল?
৩. ভারতের কমিউনিস্ট নেতা এম (মার্কিনেনি) বাসবপুন্নিয়া কবে জন্মান? মৃত্যু কবে হয়েছিল?
৪. প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে অস্কার পুরস্কারের জন্য কবে মনোনীত করা হয়েছিল?
৫. ‘ফোটো থেরাপি’-র উদ্ভাবক কে? তিনি কবে জন্মান? কত সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান?
৬. জাপানীদের হাতে ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে কে কবে প্রথম আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন করেন?
৭. রেডিও আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক এ এইচ বিকিউবায়ল কবে জন্মান?
৮. মুম্বাই-এ তাজ হোটেল কবে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়? এই হোটেলকে তৈরি করেন? তখন কত খরচ হয়েছিল?
৯. মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আসল নাম কি ছিল? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
১০. ভুটান কবে স্বাধীন হয়েছিল? রাজধানী কোথায়?
১১. বিপ্লবী ভগৎ সিং তৎকালীন পুলিশ প্রধান স্যাণ্ডার্সকে কবে গুলিবিদ্ধ করেছিলেন? কবে তাঁর এবং চন্দ্রশেখর রাজগুরুর ফাঁসি হয়েছিল?
১২. সন্ত ফতে সিং কবে পৃথক পাঞ্জাব রাজ্যের দাবিতে অনশন শুরু করেন? কতদিন পর কার অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

প্রধানমন্ত্রী তাঁর শ্রেণিস্বার্থেই কাজ করেছেন

অরুণ মজুমদার : *একটি আত্মকথন যদি এমনই হতো*—আমি আমার শ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আমার শ্রেণির স্বার্থ রাখতে যেয়েই গুজরাটের মাটি বিধর্মীর রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়ার পরও প্রশাসনকে আমি নিরপেক্ষই রেখেছিলাম। আমার রাজ্য গুজরাট বেনিয়াদেরই রাজ্য। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছেন ভারতীয় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, পাকিস্তানের জাতির জনক কায়েদ-এ-আজম মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ আর এই পবিত্র রাজ্যেই জন্ম নিয়েছি আমি ছাপান্ন ইঞ্চি বহরের ছাতিওয়ালা চা-ওয়ালা নরেন্দ্র দামোদর ভাই মোদি। আমার পূর্বসূরীরা প্রত্যেকেই শ্রেণির স্বার্থ দেখেছেন। দেশের আপামর জনতাকে চলনে বলনে মোহিত করে চাঁদ সওদাগরদের দেখভাল করে গেছেন নৈপুণ্যের সাথে। আমি অস্বীকার করছি না তাঁদের কিছু মানবিক গুণ এবং সাধারণ মানুষের জন্য স্বপ্নের নন্দন কানন দেখানোর প্রমীত উচ্চারণ। আমিও সেই পথেরই পথিক হয়েছি। আমার মহান পার্টির মনোনয়ন যোগাড়ের পর থেকেই কর্পোরেট দুনিয়া আমাকে তাঁদের বন্ধু হিসাবে মেনে নেয়। কর্পোরেট ভঙ্গিতেই আমার ‘আচ্ছে দিন আনেওয়ালা’ শ্লোগানের বিপণন করতে তারা উঠে পড়ে লাগলেন। সারা ভারত জুড়ে আচ্ছে দিনের স্বপ্নের রঙিন জাল বুনে চললাম। কিসান মজুর বেকার যুবক যুবতী অসচ্ছল গৃহবধূ সবার মনে আশা জাগানো গল্পগাছা প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে উদ্যোগী হলাম। জানেন তো আমি রাত্রে নিজের বাড়ি ছাড়া কোথাও ঘুমোতে পারতাম না তখন। তাই কর্পোরেট বন্ধুরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে আমার যাতায়াতের জন্য উড়োজাহাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আচ্ছা বলুন এই উপকারী বন্ধুদের ঋণ কি শোধ করা যায়। আমি কর্পোরেট ট্যাক্স ইতিমধ্যেই কমিয়ে দিয়েছি। শিল্পপতিদের লাগামছাড়া ঋণের ব্যবস্থা করেছি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে। ধরুন না বন্ধু আদানীকেই বিদেশে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ছয় হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছি। আচ্ছে দিনের কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমজনতা ইতিমধ্যেই গুঞ্জন শুরু করেছে। আমি তো বিদেশ থেকে লগ্নি আনার জন্য প্রায়শই ছুটে গেছি দেশ থেকে দেশান্তরে। ৬০০ কোটি টাকা উড়ো জাহাজের ভাড়াই লেগেছে। সবইতো জনগণের স্বার্থে। বিশ্বের কোনো নেতাই এত স্বল্প সময়ে এত দেশ ভ্রমণ করেননি। এটা একটা রেকর্ড—এবং এটা গরিবের স্বার্থেই।

হঠাৎই মনে হল গান্ধী বাবার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন এমন একজন নেতা আমাদের দরকার। স্বাধীনতা আন্দোলনে তো আমাদের কোনো অবদানই নেই। তখন আমরা ইংরাজদেরকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছি। গান্ধীজিকে তো কংগ্রেস কেড়ে নিয়েছে—আমার দেশওয়ালী ভাই বলে কি হয়। তাই বেছে নিলাম আর এক দেশয়ালি ভাই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। হ্যাঁ লৌহমানব প্যাটেল। স্বাধীনতার পর ভারতে শ’পাঁচেক দেশীয় রাজ্য ছিল এরা স্বাধীন, এদের আলাদা আলাদা পতাকা ছিল। এদেরকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ করে আনা হল সমাদরে। সর্দারজির চেষ্টাতেই তো এরা ভারতভুক্তিতে সই করতে বাধ্য হল। যদিও গান্ধীজির হত্যার দিন বিড়লাভবনে একজন কনেস্টবল মাত্র পাহারায় ছিল। জাতির জনকের প্রতি কি উদাসীন?

হ্যাঁ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা মূর্তি আমরা তৈরি করছি—ভারতের সবচেয়ে বড় মূর্তি। অভ্রংলেহী এই সর্দার জনতার অস্মীতাকে বাড়িয়ে দেবে।

আচ্ছে দিনের ফানুসটা আস্তে আস্তে চুপসে যেতে শুরু করল। তাই আচ্ছেতর দিনের কথা বাজারে ছাড়ার জন্যই তড়িঘড়ি কারেন্সি নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিই। সেই আদ্দিকাল থেকে একই নোট চলে আসছে। একটু পাল্টালাম। সমালোচকরা মুখে যা খুশি তাই বলছেন।

তবে আমার শ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। তারা যথাসময়ে সতর্ক হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে নিয়েছে। এদেশে ক্যাশলেস বাজার চালু করতে চলেছি। মোবাইলের বোতাম টিপেই বেচাকেনা চলবে। ধনেপাতা, হিঞ্চেপাতা, শাক-সব্জি সবই কার্ড সুইপ করে সংসার চালাবে। আধুনিক হতে হবে তো? বিরোধীরা চেঁচাচ্ছে গরিবের দেশে এসব কি চলে। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তারা কি করবে? আরে সবার ভালো কি সব সময় করা যায়।

সীমান্ত নিয়ে আর চলবে না। অন্য কিছু ভাবতে হবে। আমি এক পোষাক দ্বিতীয়বার পরি না।

কালনার পঞ্চাশ হাজার বিড়ি শ্রমিকের মহাজনী শোষণ আকাশ ছুঁয়েছে নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালন : ১৭ ডিসেম্বর শাসক দলের মদতে কালনার পঞ্চাশ হাজার বিড়ি শ্রমিকের উপর মহাজনী শোষণ আকশ ছুয়েছে। স্মারকলিপি প্রদান, মিছিল, মিটিং আন্দোলন করেও কিছুই হচ্ছেনা। নির্বিকার প্রশাসন। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন কালনার বিড়ি শ্রমিককুল।

কালনা মহকুমায় পাঁচটি ব্লক এবং একটি শহর মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ হাজার বিড়ি শ্রমিক আছে। রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের ঘোষিত বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী ১৮৬-৬৬ পয়সা। কিন্তু বিড়ি শ্রমিকরা বর্তমানে মজুরী পাচ্ছেন ১০০ টাকা থেকে ১২৫ টাকা মাত্র। বিড়ি মহাজনদের শোষণ শুধু মজুরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিড়ির কমা পাতা দিয়ে শ্রমিকদের ঠকনো হচ্ছে। এক হাজার বিড়ি দিতে না পারলে শ্রমিকদের মজুরি থেকে পয়সা কেটে নেওয়া হচ্ছে।

কালনা মহকুমাশাসক, শ্রম দপ্তরের লেবার কমিশনের কাছে অভিযোগ করেও কোনো লাভ হচ্ছে না। শাসক দলের মদত পুষ্ট বিড়ি মহাজনরা স্থানীয় প্রশাসনের কথায় কানই দেন না। আর প্রশাসনেরও ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকা ছাড়া কোনো কিছু করার নেই।

বিড়ি শ্রমিকদের শোষণ ও হয়রানি এখানেই শেষ নয়। বর্ধমন জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কোনো দপ্তর নেই। শ্রমিকদের পরিবারের জন্য ছুটতে হয় বর্ধমান বা নদিয়ায় কৃষ্ণনগরে। বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে কেউ কেই পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেও তারা কেউ সরকারী সহায়তা পাননা।

গুরুপদ মণ্ডল-এর জীবনাবসান

নিঃ সঃ খণ্ডঘোষ ১৪ ডিসেম্বর : সি.পি.আই (এম) সদস্য গুরুপদ মণ্ডল (৬৪) হৃদরেগে আক্রান্ত হয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ১৩ ডিসেম্বর প্রয়াত হন। তাঁর স্ত্রী বর্তমান। পশ্চিমবঙ্গ কুষ্ঠ কল্যাণ পরিষদের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি। এদিন প্রয়াত মণ্ডলকে শ্রদ্ধা জানতে হাসপাতালে যান কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, জেলা কৃষকসভার সভাপতি উদয় সরকার প্রমুখ। হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সগড়াই-এ সিপিআই(এম) রায়না ও খণ্ডঘোষ জোনাল কার্যালয়ে। শ্রদ্ধা জানান মির্জা আক্তার আলি, দেশবন্ধু হাজরা সহ অন্যান্যরা। জোনাল অফিস থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর নিজ গ্রাম সুলতানপুরে। মরদেহে রক্তপতাকা ঢেকে দেন ক্ষেতমজুর নেতা ভানু বাগদী। শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় সিপিআই(এম) কর্মী ও দরদি মানুষ। প্রয়াত মণ্ডলকে ৭০ দশকে সন্ত্রাসের সময়ে পুলিশের অত্যাচারে জীবন কাটাতে হয়েছে। বার্ণপুরে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন। মিসায়-ও বন্দী হন তিনি। সেখানে তার শরীরের মধ্যে কুষ্ঠরোগের জীবানু ইনজেক্ট করা হয়। শরীর অকেজো হয়ে যায়। দীর্ঘদিন গৌরীপুর কুষ্ঠ কল্যাণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ কুষ্ঠ কল্যাণ পরিষদের রাজ্য সহসম্পাদক ছিলেন। নিঃসন্তান গুরুপদ মণ্ডল বেতনের সিংহভাগ টাকা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, হাসপাতালে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং গৌরীপুর কুষ্ঠ কল্যাণ পরিষদের অসহায় ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার জন্য দান করে গেছেন। তিনি দেহদান করে গিয়েছিলেন। তাঁর মরদেহ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

চলে গেলেন আঙ্গুরদা

বর্ধমন, ১৫ ডিসেম্বর : চলে গেলেন আঙ্গুরদা। এই নামেই খ্যাত ছিলেন এলাকার অবাল বৃদ্ধ বনিতাদের মধ্যে। ওই প্রজন্মের আর গুটি কয়েক মানুষ এখনও আছেন তাঁদের অন্যতম যিনি সকালে হওয়াই সার্ট ধূতি বা লুঙ্গি পড়ে হাতে নিম কাঠি দাঁতন নিয়ে বেড়িয়ে পড়তেন ড্রেন পরিস্কার হয়েছে কিনা? বা গোজা উঠেছে কিনা বা এলাকার মানুষের কি সমস্যা আছে? আবার বিকেলে বিলি করতে বেড়িয়ে পড়তেন দেশহিতৈষী, লোকলহর পিপিলস্ ডেমোক্রেসী, নতুন চিঠি। অঞ্জন মুখার্জী (৮২)। ১৯৮১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ৫ বার কমিশনার ও কাউন্সিলার ছিলেন তিনি। ক্রীড়া মোদি ও ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে যথেষ্ট ছাপ রেখে গেছেন এই শহরের ক্রীড়া জগতে। বেশ কিছুদিন ধরে কিডনী অসুখে ভুগছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মদন ঘোষ, নিরুপম সেন, অমল হালদার প্রমুখ। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাড়িতে যান সি.পি.আই (এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, তিনি তাঁর মরদেহে লাল পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানান সি.পি.আই(এম) নেতা অরিন্দম কোঙার, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, সমর ঘোষ তাপস সরকার, গৌরী ব্যানার্জী, অপূর্ব চ্যাটর্জী সহ এলাকার বহু মানুষ। এদিন তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান জেলা ভলিবল বাস্কেটবল সংস্থা দপ্তর অরবিন্দ স্টেডিয়ামে সেখানেও তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি সব সময়ই মানুষের দায়ে বিপদে পাশে থাকতেন। এদিনই বর্ধমানের নির্মলঝিল শ্মশানে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

দেশ ও সমাজ

ভারতীয় অর্থনীতিতে মুদ্রারহিতকরণ—একটি অনুসন্ধান

ভাস্কর গোস্বামী
ঈশিতা মুখার্জী

ভারতে মুদ্রারহিতকরণ দুবার ঘটেছে, প্রমথটি হল জানুয়ারি ১৯৪৬ যখন ১০০০ এবং ১০,০০০ টাকার কারেন্সি নোট প্রত্যাহার করা হয়েছিল, এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭৮ সালে জানুয়ারি মাসে যাতে ১০০০, ৫০০০ এবং ১০০০০ টাকার কারেন্সি নোটের মুদ্রারহিতকরণ হয়েছিল।

৮ নভেম্বর, ২০১৬ ভারত সরকার অপ্রত্যাশিত নীতির অংশ হিসেবে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই মুদ্রারহিতকরণ নীতির পিছনে বিবৃত উদ্দেশ্যটি হল অর্থনীতিতে জাল মুদ্রা ও কালো টাকার প্রচলন নিষ্কাশন করা, আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ দমন করা এবং নগদবিহীন লেনদেনের পথে এগিয়ে যাওয়া। এই মুদ্রারহিতকরণের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে প্রচলিত মুদ্রার ৮৬ শতাংশ এক নিমেষে অবৈধ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ, ৫০০ এবং ১০০০ টাকার কারেন্সি নোট আর লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। ৯ নভেম্বর মধ্যরাত ১২টা থেকে সমস্ত ব্যবসায়িক হাব (সরকারি হাসপাতাল, রেলওয়ে স্টেশন এবং পেট্রোল পাম্প ছাড়া) পেমেন্ট বা লেনদেনের একটি মাধ্যম হিসাবে এটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, আমাদের অর্থনীতির গরিষ্ঠাংশ কেবল নগদ লেনদেনের উপর সঞ্চালিত হয়, যা সমস্ত লেনদেনের আনুমানিক ৯০ শতাংশ। প্রায় স্পষ্টতই, এটা সাধারণ মানুষের জন্য বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। নিম্নলিখিত তথ্য থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় :

৯ নভেম্বর, ২০১৬-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৬ ট্রিলিয়ন (দশ সহস্রের ত্রিঘাত) রুপি নোট অবৈধ হয়ে যায়। ১০ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর, মোট জমা বা বিনিময় পরিমাণ ছিল ৮.৪৪ ট্রিলিয়ন এবং ব্যাংক এ্যকাউন্ট বা এ টি এম থেকে টাকা তোলার পরিমাণ ছিল ২.১৬ ট্রিলিয়ন। এই সমগ্র অনুমান যদি একত্র করা হয়, আমরা দেখতে পাব যে সিস্টেমের মধ্যে এসেছে ১৩ ট্রিলিয়ন টাকা। আর বি আই প্রেস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ২ বিলিয়ন ২০০০ রুপী নোট দু মাসের মধ্যে ছাপা হয়েছিল এবং তাদের লক্ষ্য ৩.৫ বিলিয়ন ২০০০ রুপী নোট প্রিন্ট করার। আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বর মাসের শেষে মোট পুরনো ৫০০ টাকার মাত্র ১ শতাংশ প্রস্তুত হবে। ১০ নভেম্বর থেকে মানুষ নতুন নোটের পাশাপাশি আইনি মুদ্রা দাবি করে, কিন্তু নোট সরবরাহের পরিমাণ এই চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য টাঁকশাল ৫ এবং ১০ রুপি মুদ্রা (কয়েন)-এর উৎপাদন বৃদ্ধি করে (অর্থাৎ ১০ রুপির উৎপাদন ১.৭ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২.৯ মিলিয়ন এবং ৫ টাকার উৎপাদন ২.৭ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪.৩ মিলিয়ন)। এই বৃহৎ ভগ্ন নগদ ব্যবস্থা ও ভাঙা বিপণী একটি অর্থনীতিকে বিশাল অর্থনৈতিক মন্দার দিকে নিয়ে যেতে পারে যতক্ষণ না নগদ দমন প্রশমিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতের বিরুদ্ধে, আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের স্থিতিপত্রর উপর এই মুদ্রারহিতকরণ প্রভাব পরীক্ষা করেছি। অতঃপর, এই পরিস্থিতিতে আমাদের উদ্দেশ্য হল যে প্রাক ও পশ্চাৎ মুদ্রারহিতকরণ সময়ের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থা নিরীক্ষণ করা। সহজ কথায়, এই সময়কালে রিজার্ভ ব্যাংকের স্থিতিপত্র-এর উপর প্রভাব সম্পর্কে আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করেছি রিজার্ভ ব্যাংকের সম্পদ দায় গঠন এবং অতঃপর এই সময়কালে পরিবর্তন প্রকৃতি নির্ণয় করা।

তথ্যসূত্র :

আমাদের এই বিশ্লেষণে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার উৎস আরবিআই অফিসিয়াল সাইট। মুদ্রারহিতকরণের এক মাস পূর্বে এবং এক মাস পরবর্তী সময়কালকে এই বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে এবং সেটি হল ৭ অক্টোবর ২০১৬ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ অবধি।

পদ্ধতি :

বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি হল বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics)।

ফল এবং তথ্য বিশ্লেষণ :

টেবিল ১ নোট ইস্যু এবং প্রচলিত নোট ও সপ্তাহান্তে :

টেবিল-১ এ আমরা জারি নোট

সপ্তাহ শেষে	নোট ইস্যু বা জারি	প্রচলিত নোট	ব্যাঙ্কে সঞ্চিত নোট
৭ অক্টোবর	১৭,৩৩১.৯১	১৭,৩৩১.৭৮	০.১৩
১৪ অক্টোবর	১৭,৫১৪.৪৮	১৭,৫১৪.৩৬	০.১২
২১ অক্টোবর	১৭,৩৫৭.৮১	১৭,৩৫৭.৭০	০.১১
২৮ অক্টোবর	১৭,৫৪০.৩৫	১৭,৫৪০.২২	০.১৩
৪ নভেম্বর	১৭,৪৭২.০০	১৭,৭৪১.৮৭	০.১৩
১১ নভেম্বর	১৭,৬৪৪.৬৮	১৭,৬৪৪.৫১	০.১৭
১৮ নভেম্বর	১৪,০৩৭.৪৭	১৪,০৩১.১৩	০.৩৪
২৫ নভেম্বর	১১,৬৪২.৬৯	১১,৬৪২.৩৭	০.৩২

এবং প্রচলিত নোটের উপর নজর দিয়েছি। অর্থাৎ এই টেবিলে আমরা ব্যাংকিং খাত-এ নোটের পরিমাণ পরিমাপ করেছি। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঞ্চিত আমানত বা যে পরিমাণ অর্থ অর্থনীতিতে প্রচলিত নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই আমানত সঞ্চিত রাখে ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটানোর জন্য এবং জামানত অর্থ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি দায়ের মধ্যে পড়ে। এখন টেবিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৭ অক্টোবর থেকে ৮ ডিসেম্বর সময়কাল অবধি ব্যাংকিং বিভাগের আমানতে বিপুল পরিমাণ তারতম্য হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ৭ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর নগদে যে পরিবর্তন হয়েছে তার চেয়ে অনেক দ্রুততম পরিবর্তন ঘটেছে ৮ নভেম্বরের পর অর্থাৎ ভারতের উচ্চ মূল্যমানের মুদ্রা যথা ৫০০ এবং ১০০০ টাকার উপর মুদ্রারহিতকরণ জারি হওয়ার পরে। এখন যদি আমরা একটি সহজ দুই মাত্রিক ডায়গ্রাম তৈরি করি যেখানে আমরা অনুভূমিকভাবে এবং উল্লম্বভাবে সময় এবং ব্যাংকিং বিভাগের আমানত পরিমাপ করেছি, এখানেই এই ট্রেন্ড লাইন দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৪ নভেম্বর এর পরে এর গতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রেন্ড লাইন থেকে সারসংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে, এই সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষিত আমানতের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, সুতরাং প্রচলিত নোট এবং জারি করা নোটের মধ্যে পার্থক্য অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। মুদ্রারহিতকরণ-এর পরে আরবিআই বৃত্তের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তবে জামানত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমানত হল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি দায় যেখানে সব বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার একটি আমানত হিসেবে তাদের আমানতের অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রাখে। এখানে আমরা সাপ্তাহিক জমার পরিমাণ বিবেচনা করেছি অর্থাৎ, এখানে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর এই আমানত এর উপর মুদ্রারহিকরণের প্রভাব দেখাতে চাই। আমরা প্রাক ও পরবর্তী মুদ্রারহিতকরণ সময়ের আমানত বিবেচনা করে দেখাতে চাই। এর প্রকৃতি দেখানোর জন্য একটি 'বার ডায়গ্রাম' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। চিত্র থেকে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি আমানতের পরিমাণ মুদ্রারহিতকরণের পর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় ১১ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর এর মধ্যে। এর পরেও তা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ, আমানতের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সপ্তান্তে	জমা
৭ অক্টোবর	৫,৬৬৪.৫০
১৪ অক্টোবর	৫,৮০৯.৫৯
২১ অক্টোবর	৫,৯৯৯.৮৩
২৮ অক্টোবর	৬,০৭১.৫৭
৪ নভেম্বর	৫,৭৪৩.০০
১১ নভেম্বর	৫৯১২.৮০
১৮ নভেম্বর	৯,৩৮৬.২০
২৫ নভেম্বর	১১,৩৮৯.২৮

এখানে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ব্যাংক (সব জাতীয়কৃত ব্যাংক), রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, অন্যান্য ব্যাংকের (গ্রামীণ আঞ্চলিক ব্যাংক ও বেসরকারি ব্যাংক) এবং অন্যান্য (এন.বি.এফ.আই-এর বিমা কোম্পানি ইত্যাদি) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাপ্তাহিক আমানত হার বিবেচনা করা হয়েছে।

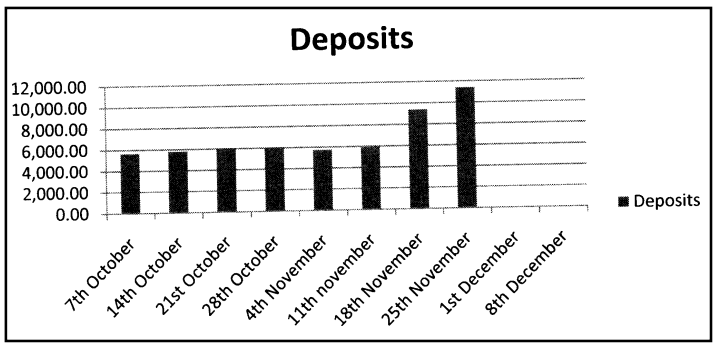

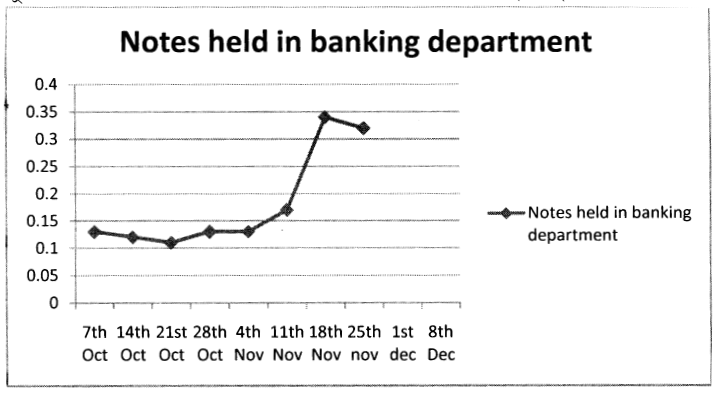

এখন আমরা একটি স্তম্ভচিত্রের সাহায্যে এই টেবিলকে বিশ্লেষণ করব—

সপ্তাহান্তে	২.৪ সিডিউল কমার্শিলাল ব্যাঙ্ক	২.৪ সিডিউল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক	অন্যান্য	২.৬ অন্যান্য ব্যাঙ্ক
৭ অক্টোবর	৩,৯৪৬.৬৮	৩৪.৭২	১,৪৪৬.০৪	২৩৫.৬৩
১৪ অক্টোবর	৪,০২৪.৪৭	৩৪.৫০	১,৫০৯.৫৪	২৩৮.৫৪
২১ অক্টোবর	৪,১০৫.০৬	৩৪.৫১	১,৬৮১.১৬	২৪০.৬৮
২৮ অক্টোবর	৪,১৮৪.১৩	৩৬.৪৩	১,৬০৬.৯২	২৪২.৬৬
৪ নভেম্বর	৪,০৯৪.৭২	৩৩.৮৯	১,৩৩৫.৯৭	২৩৭.০০
১১ নভেম্বর	৪,১৩০.৩০	৩৫.৮৫	১,৫০০.৬৯	২৪৪.৫৭
১৮ নভেম্বর	৪,০৪২.১২	৩৫.৭১	৫,০৫১.২৫	২৪৫.৬৬
২৫ নভেম্বর	৪,১৭২.৮৯	৩৫.৭৯	৬,৭৭৯.৫৪	২৪৬.৭৫

প্রথমত, আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকের

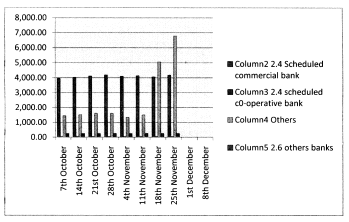

আমানত হার বিবেচনা করে দেখব। ডায়গ্রাম থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এই প্রতিষ্ঠানের আমানত হার মুদ্রারহিতকরণের পূর্বে ও পশ্চাতে প্রায় একই রয়েছে। ভারতে অনেক মানুষেরই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। মানুষ ব্যাংকে ভিড় করেছে তাদের অর্থ বিনিময়ের জন্য কিন্তু তারা এই সময়ে খুব কম পরিমাণ জমা করেছে। এই কারণে আমরা সেভাবে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করি না।

নির্ধারিত কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংকের আমানত হার খুবই সামান্য। কিন্তু মুদ্রারহিতকরণ-এর পর অন্যান্য আর্থিক খাতের (এন.বি.এফ.আই) আমানত হার এর বৃদ্ধি ঘটেছে এবং পরে এটি আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ৭ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর-এ আমানত হার প্রায় ১৩০০-১৬০০ (বিলিয়ন ডলার) হয়, কিন্তু মুদ্রারহিতকরণের পর এই আমানত বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫০০০-৭০০০ (বিলিয়ন ডলার)। ক্রমঅনুসারে ভারতের সবচেয়ে স্বনামধন্য কোম্পানি এল.আই.সি.আই এই মুদ্রারহিতকরণ নীতির সময়ে ৫০ কোটি টাকার পলিসি বিক্রি করে। আরবিআই ডিসেম্বরের পরে আমানতের উপর একটি বিচ্ছিন্ন হার আরোপ করে। মানুষ এই সম্পর্কে ভীত হয় এবং বিমাপত্র কিনতে শুরু করে। রিপোর্ট অনুযায়ী বেশিরভাগ মানুষ পেনশন পলিসি কিনতে শুরু করে। এখন আমরা মুদ্রারহিতকরণ-এর পূর্ব ও পশ্চাৎ সময়কালে ঋণ ও অগ্রিমের প্রভাব সম্পর্কে বিবেচনা করব।

সপ্তান্তে	লোন এবং অগ্রিম
৭ অক্টোবর	১৯৫.১৫
১৪ অক্টোবর	৫২৯.৫৫
২১ অক্টোবর	৪৭৫.২৮
২৮ অক্টোবর	৫৯৩.৮৩
৪ নভেম্বর	৪৬৮.০৬
১১ নভেম্বর	৫৫৫.৫৩
১৮ নভেম্বর	৩৮৬.৪৮
২৫ নভেম্বর	৭৩.৫৮

উপরের টেবিল থেকে আমরা দেখতে পাই যে ১৪ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৫০-৬০০ (বিলিয়ন ডলার)। কিন্তু এই সপ্তাহে পর (অর্থাৎ মুদ্রারহিতকরণ-এর পর) এটি হ্রাস করতে শুরু করে। ২৫ নভেম্বরে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ হয় ৭৩.৫৮ কোটি টাকা, যা আগের চেয়ে অনেক কম। ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে পতন বৃদ্ধির হার জিডিপির উপর প্রভাব ফেলে। ২০১৬ সালের প্রথমার্ধে আমাদের দেশের জিডিপির পরিমাণ ছিল ৭.১ শতাংশ (প্রায়)। বিশেষজ্ঞরা জানান, জিডিপির হার শেষের দিকে পড়তে পারে।

এখন আমরা একটি ডায়গ্রাম দ্বারা মুদ্রারহিতকরণ পর হঠাৎ নিম্নগতির প্রবণতা লক্ষ্য করব।

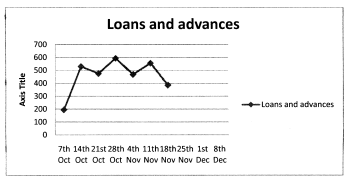

এই নগদভগ্ন অবস্থায় প্রভাবিত হয় অনেক ব্যবসা, অর্থাৎ রিয়েল এস্টেট, গহনা, খুচরো রেস্টুরেন্ট, ভোগ্যপণ্য, বিলাসিতা ব্র্যান্ড, সিমেন্ট ইত্যাদি। প্রতিবেদন অনুযায়ী জমির দাম ৩০ শতাংশ হ্রাস পায়। বাজারে সংক্ষিপ্তকালের জন্য অস্থায়িত্ব নেমে আসে।

ভারতের জিডিপির ৫৬ শতাংশ (প্রায়) আমাদের দেশে খরচ হয়। অতঃপর খরচে কমে গেলে অর্থনীতি বৃদ্ধির হারও হ্রাস পায়। এছাড়া পরিবারের সঞ্চয় এবং খরচ এও প্রভাব ফেলে।

সর্বশেষে, মুদ্রারহিতকরণ-এ পূর্বে ও পশ্চাতে রিজার্ভ ব্যাংকের স্থিতিপত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে বর্তমান দায় এবং ইস্যু সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। রিজার্ভ অথবা সঞ্চয় হল ব্যাংক এর দায়, অতএব ব্যাংক এর সম্পদ-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রা (কয়েন) উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার-এর দায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শুধুমাত্র সম্পদের স্থানান্তর ঘটেছে নোট জারি বিভাগ থেকে ব্যাঙ্কে।

সব শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সম্পদ ধারনের মধ্যে আন্তঃ বিভাগীয় পরিবর্তন হয়। আর.বি.আই সাপ্তাহিক পরিসংখ্যানগত তথ্য কখনোই ইস্যু এবং ব্যাঙ্কিং-এর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখে না। কিন্তু এটি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ও জি-সেকেন্ড সম্পদ ব্যতীত সবকিছু আলাদা করতে সাহায্য করে। পরবর্তী সপ্তাহে যদি আমরা দায়-এর উপর নিরিক্ষণ করি, তাহলে আমরা মুদ্রার পতন দেখতে পাব এবং অন্যান্য দায় বাড়তে দেখব। সম্পদ-এর দিকে দেখলে, আমরা ইস্যু এবং ব্যঙ্কিং মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। আমরা কখনোই বলতে পারি না কি ঘটছে। আমরা নগদ হ্রাস-এর সঙ্গে অন্যান্য দায়

—এরপর চারের পাতায়

ভেজালের সাতকাহন

আলেখ শেখ : ভেজালে ভেজালে জেরবার আজকের জীবনযাত্রা। শাকসব্জি, তেল-নুন এসবে ভেজাল অনেকদিন ধরেই চলছে। শাক-সব্জি সবুজ রাখতে এবং তরতাজা দেখাতে জলে গোলা হচ্ছে তুঁতে সহ আরো অনেক কিছু। প্রাণঘাতী সবুজ রংও জলে মেশানো হচ্ছে। তারপর পটল, ঢ্যাড়স, উচ্ছে ইত্যাদি শব্জি খানিকক্ষক ভিজিয়ে রাখলেই এরা একেবারে টাটকা হয়ে ওঠে। সমস্ত মিষ্টিতেই মেশানো হচ্ছে অনৈতিক বিষাক্ত রঙ। ফলে মানুষ ক্রমশ ক্যানসারের মতো প্রাণঘাতী রোগের কবলে পড়ছেন। কিছুদিন আগে টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়েছিল কিভাবে দুধ ছাড়াই বিশুদ্ধ দুধ তৈরি হচ্ছে এবং এতেও নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে। কলা, আম, কাঁঠাল, লেবু ইত্যাদি পাকাতে নানারকম বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে।

এতদিন মরশুমের বিভিন্ন সময়ে ফোটা ফুল থেকে মৌমছিরা মধু সংগ্রহ করে চাকে গচ্ছিত রাখতো। মানুষ সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করত। নিম ফুল, আমের মুকুল, সজনে ফুল, সরষে ফুল এবং আরো আরো ফুল থেকে সংগৃহীত মধুর স্বাদও ভিন্ন ভিন্ন হতো। ইদানিং মৌমাছি পোষা হয় বাক্সের খাঁচায়। হুগলির জিরাটের মধুচাষি মণি মণ্ডল, রজত মণ্ডলরা কালনা শহরের উপকণ্ঠে তাঁবু ফেলেছেন সরষে খেত থেকে মধু সংগ্রহের জন্য। তাঁরা

আক্ষেপ করছেন, সংগৃহীত মধুর অনেক দাম পড়ে যাচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা গুড়ের সঙ্গে কিছু কেমিক্যাল মিশিয়ে যে মধু তৈরি করছে তার দাম কম। কিন্তু এ মধু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, নানারকম রোগব্যাধির সৃষ্টি করছে। রাসায়নিক অ্যাসিড ইত্যাদি লাগামছাড়া ভাবে বিক্রি হচ্ছে এ রাজ্যে। এখন পর্যন্ত শতাধিক অ্যাসিড আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু সরকার উদাসিন এসব নিয়ন্ত্রণে।

বোরো চাষ কমার আশঙ্কা জেলায়

—প্রথম পাতার পর

ওয়াটার কোর্স ৪০০, ২০ চেন পর্যন্ত, (ঙ) এল.বি. ২৫ চেন পর্যন্ত, (চ) এল.সি. ১১০ চেন পর্যন্ত, (ছ) ওয়াটার কোর্স ৫০০, ৯০ চেন পর্যন্ত, (জ) ওয়াটার কোর্স ৫৬৪, ১০০ চেন পর্যন্ত।

৪) ডি. এম.সি. (দামোদর মেন ক্যানেল) পুড়শা থেকে ফিডার হয়ে গলিগ্রাম গেট বন্ধ থাকবে। বিঃদ্রঃ—গলিগ্রাম থেকে দামোদর মেন ক্যানেল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

৫) দামোদর ব্রাঞ্চ ক্যানেল ০.০০ চেন থেকে ৯৩৫ চেন পর্যন্ত (সেরুয়া গেট) **১ বি.সি. ক্যানেল পুরোপুরি বন্ধ থাকবে**

(ক) ২ বি.সি. পুরো খাল। ০.০০ চেন থেকে ৯০ চেন পর্যন্ত, (খ) ৪ বি.সি. ১২৩ চেন পর্যন্ত (ভোঁতা আনন্দবাজার রাস্তা ক্রসিং), (গ) ৬ বি.সি. ১১৫ চেন পর্যন্ত (ঐ), (ঘ) ৭ বি.সি. ১০১.৫ চেন পর্যন্ত (ঐ), (ঙ) ৭ এ বি.সি. ৫০ চেন পর্যন্ত (ঐ), (চ) ৮ বি.সি. ৯৯.৫০ চেন পর্যন্ত (কামারপাড়া রাস্তা), (ছ) ৮ এ.বি.সি. ১১৪ চেন পর্যন্ত (রবি পুকুর মাঝি পাড়া), (জ) ৮ এ/১ ৮৬.০০ চেন পর্যন্ত (সাহেবগঞ্জ-দেবপুর রাস্তা), (ঝ) ৮এ/২ ৯৪ চেন পর্যন্ত (হরিবাটী রেগুলেটর), (ঞ) ৯ বি.সি. ১৩০ চেন পর্যন্ত (নারায়ণপুর রেগুলেটর), (ট) ১০ বি সি. ৫৮ চেন পর্যন্ত (৩ নং রেগুলেটর), (ঠ) মোহনপুর ওয়ার কোর্স ৮০ চেন পর্যন্ত (কামারপাড়া বনপাস পর্যন্ত), (ড) আইমাপাড়া ওয়াটার কোর্স ৪০ চেন পর্যন্ত, (ঢ) মান্দারবাটি ওয়াটার কোর্স পুরো খাল, (ণ) মাহিনগর ওয়াটার কোর্স ১৪ চেন পর্যন্ত

বিঃদ্রঃ—ডি.ভি.সি চেন ০.০০ চেন হইতে ৩০০ চেন পর্যন্ত বামদিকের ইনলেটগুলি পুরোপুরি বন্ধ। ওড়গ্রাম মৌজায় ডি.ভি.সি ক্যানেলের চেন ৬৩৬.০০, চেন ৬৫৪.০০ ও চেন ৬৬২.০০ এবং নৃসিংপুর মৌজায় ডি.ভি.সি. ক্যানেলের চেন ৯১৭.৬০ ও চেন ৯২৬.৪২ আউটলেট পাইপগুলি বন্ধ থাকিবে এবং ওই আউটলেটগুলি দিয়ে কোনো জল যাবে না।

৬) এল.বি.এম. সিরিজ (পুরশা থেকে পাল্লা)

(ক) লিঙ্ক ক্যানেল এবং ইন্টারসেপটেড-৪ বি.এম.সি., (খ) ইন্টারসেপটেড-৩ এম.সি., (গ) মাইনর-৪ বি-৬০ চেন পর্যন্ত, (ঘ) এল ৫ অফ এল.বি.এম.সি. টের পর্যন্ত, (ঙ) মাইনর-এল ৫-৮০ চেন পর্যন্ত।

৭) ইডেন খাল (২৮০৫ চেন পাল্লা হইতে -৩১৬৭ চেন হারালা পর্যন্ত)

(ক) ব্রাঞ্চ—১—.০০ চেন হইতে ৪৭০.০০ চেন, (খ) ব্রাঞ্চ—২—০.০০ চেন হইতে ৪৪০.০০ চেন, (গ) ব্রাঞ্চ—২/১—০.০০—চেন হইতে ৬০.০০ চেন (আমরা চেন পর্যন্ত), (ঘ) ব্রাঞ্চ—২/২—০.০০—চেন—৮০.০০ চেন (মুরাগাছা) পর্যন্ত।

৮) কানানদী ০.০০০ চেন হইতে ২৮৫ চেন (গাড়লমুড়ি) পর্যন্ত

৯) ওল্ড গাঙ্গুর ও নেভিগেশন চ্যানেল-টেল পর্যন্ত

১০) নিউ গাঙ্গুর খাল—৫.০০ চেন—৩৬০ চেন (পাল্লা হতে ছিনুই পর্যন্ত)

বিঃ দ্রঃ—বাগিলা থেকে পি.এন.সি. বন্ধ থাকবে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার, ১৯১২ সালের ১২ ডিসেম্বর; ২। ১৯৭২ সালের ১৩ ডিসেম্বর; ৩। ১৯১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর, মৃত্যু ১২.৪.১৯৯২; ৪। ১৯৯১ সালের ১৪ ডিসেম্বর; ৫। ডাঃ নীলস রাইবার্গ ফিনসেন। ১৯৬০ সালের ১৫ ডিসেম্বর, ১৯০৩ সালে; ৬। মোহন সিং, ১৯৪১ সালের ১৫ ডিসেম্বর; ৭। ১৮৫২ সালের ১৬ ডিসেম্বর; ৮। ১৯০৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর, জামসেদজি টাটা, আড়াই লাখ পাউন্ড; ৯। মেহেরুননেসা, ১৬৪৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর; ১০। ১৬৫৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর, থিম্পু; ১১। ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর, পুলিশ প্রধান স্যান্দার্সকে। ২৩.৩.১৯৩১; ১২। ১৯৬০ সালের ১৮ ডিসেম্বর, ২৩ দিন পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে।

মুদ্রারহিতকরণ

—তিনের পাতার পর

বৃদ্ধিকে মেলানোর চেষ্টা করতে পারি যা দুটি বিভাগের মধ্যে সম্পদের দিকে ভারসাম্য আনতে সক্ষম।

উপসংহার :

আমরা কেবল দুটি অংশে আমাদের অর্থনীতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছি। একপক্ষ ব্যবসায়ী এবং আরেকটি পক্ষ হল (বাণিজ্যে ব্যবহৃত) কারেন্সি নোট। বাজারে ব্যবসায়ীদের ট্রেডিং পণ্য এবং বিভিন্ন মূল্যমানের নোটের জন্য ওজন ব্যবহৃত হয় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে। ওজন মূল্য ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি, ৫ কেজির হয়। ওজন সিস্টেমের অনুপাত সাধারণত ১ ঃ ২ এবং ১ ঃ ১.২৫ এর মধ্যে পরপর হয়। এই ওজন ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই যে কোনো পরিমাণ পরিমাপ করতে পারি অর্থাৎ বাণিজ্য খুবই মসৃণ হয়। প্রাক মুদ্রারহিতকরণ সময়ে নোটের মূল্যবান ছিল ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা। এই মূল্যমান থাকায় লেনদেন অনেক সহজ ছিল। কিন্তু মুদ্রারহিতকরণ-এর পর কারেন্সি নোট ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ এবং ২০০০ টাকা হয়। নতুন ৫০০ টাকা সব বাজারে পাওয়াও যায় না। এখন উচ্চ মূল্যমানের মুদ্রার অনুপাত হয়ে যায় ১ঃ২০ এবং কম মূল্যমানের অনুপাত সমান থাকে। এটা অর্থনৈতিক লেনদেনে প্রভাব ফেলে। অতঃপর এই সহজ গাণিতিক নিয়মটি সুপারিশ করে যে ২০০০ টাকার পরিবর্তে আমাদের অর্থনীতিতে ২০০ টাকার কারেন্সি নোট প্রচলন করা প্রয়োজন ছিল বেশি। লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিসেম্বরের তথ্য হাতে আসেনি।

(ভাস্কর গোস্বামী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও ঈশিতা মুখার্জী গবেষিকা)

আশিষ চৌধুরীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৩ ডিসেম্বর : সি.পি.আই (এম) ঘনিষ্ঠ দরদি আশিষ চৌধুরী ৮ ডিসেম্বর কলকাতার একটি নার্সিংহোমে প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তাঁর স্ত্রী, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ভাইপো-বর্তমান। আশিস চৌধুরীর বাড়ী বর্ধমান শহরের নবাব দোস্ত কায়েম লেন-এ (ষাঁড়খানা গলি)। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এলাকার নাগরিক সমিতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা প্রয়াত সত্যেঞ্জয় চৌধুরী শহিদ শিবশংকর সেবা সমিতির সথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন শহিদ শিব শংকর চৌধুরীর আত্মীয়। প্রয়াত আশিস চৌধুরী অমায়িক ব্যবহার ও সাদামাঠা জীবনের জন্য এলাকার মনুষের কছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। এদিন তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই অসংখ্য মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে যান। সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ ও এলাকার বিশিষ্ট মনুষজন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

টেন্ডারে অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধেডেপুটেশন

—প্রথম পাতার পর

অনেক ক্রেতা-ই বেশি দামে ওই সব গাছ কিনতে রাজি ছিলেন বলে বিডিওকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। টেন্ডারে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় বিডিও তদন্তের নির্দেশ দিলে বরাত পাওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়। গাছ কাটা সাময়িক বন্ধ হলেও পুনরায় শুরু হওয়ায় এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও জানান, আমি বন দপ্তরের সাথে আলোচনা করে জানাচ্ছি যে, নিয়ম মেনে গাছ কাটা হচ্ছে কিনা! স্থানীয় তৃণমূল দলের নেতা ইলিয়াস মল্লিক জানান, ডেপুটেশনের কপিতে ৪৬ জন স্বাক্ষরকারী জানিয়েছেন যে, ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা রেভিনিউ উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত।

উল্লেখ্য বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূল দল পরিচালিত।

কাশ্মীরী শাল! কাশ্মীরী শাল!! কাশ্মীরী শাল!!!

মজিদভাই এখন বর্ধমানে

বর্ধমানে বসে হোলসেল দরে পাবেন নানান কাজের কাশ্মীরী শাল

সফিউল্লা হাউস, ইসমাইল-এর বাড়ি, লস্করদিঘি, বর্ধমান।

যোগাযোগ : ৯৪৬৯৩১৮৯৩৫

মননে চিন্তনে কর্মে ও চেতনায় স্ফুরণ ঘটানোর হাতিয়ার বই পড়ুন! সংগ্রহ করুন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন!

অতীতকে জানুন। বর্তমানের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলুন। ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ

মূল্য : ৩০০টাকা

সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আকরগ্রন্থ

সমবায় ও মানবসভ্যতা

মূল্য : ৫০০টাকা

জন্মশতবর্ষে শিবানন্দ পালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙার

মূল্য :৭০টাকা

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ডজন গল্পের সংকলন

গল্পসল্প

মূল্য : ৫০ টাকা

ড. সুকৃতি ঘোষালের সময়োপযোগী মননশীল প্রবন্ধ সংকলন

প্রতর্ক

মূল্য : ১৭৫ টাকা

স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় প্রণীত

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল্য : ৪০০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে

নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, বর্ধমান

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লি. সমস্ত শাখায়

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা